তারিখ ... 31 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৬...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ॥ শিক্ষককে বহিষ্কারের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ চৌগাছার কাটগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিএসসি (উচ্চতর গণিত) শিক্ষক ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওই শিক্ষককে ১২ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন চৌগাছা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর। এর আগেও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছিল।

নির্যাতনের শিকার বিজ্ঞান বিভাগের নবম শ্রেণীর ওই ছাত্রী ২৯ মার্চ প্রধান শিক্ষক বরাবর লিখিত অভিযোগে জানায়, ২৮ মার্চ দুপুর আড়াইটার দিকে স্কুল ছুটির পর কৌশলে অফিসকক্ষে ডেকে নেন শিক্ষক ইসমাইল হোসেন। এ সময় অফিসের দরজা আধাখোলা ছিল। অফিসকক্ষে প্রবেশ করামাত্রই তাকে জাপটে ধরে স্পর্শকাতর অঙ্গে নির্যাতন করে শ্লীলতাহানি করেন ওই শিক্ষক। এ সময় ছাত্রীটির চিৎকার শুনে স্কুলের ঝাড়ুদার কল্পনা রানী ও আয়া সুখতারা বেগম এসে ছাত্রীটিকে উদ্ধার করেন। এর আগেও শিক্ষক ইসমাইল বিভিন্ন সময় তাকে কুপ্রস্তাব দিত বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রীটি।

নাম প্রকশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক বলেছেন, ২০১১ সালের ২ মে স্কুলে যোগদান করার পর থেকেই ওই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন। একাধিকবার তার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে তিনি একের পর এক এমন ঘটনা ঘটিয়েই গেছেন।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষক ইসমাইল হোসেন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'এসবই মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিংয়ের কারণে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এ অভিযোগ আনা হয়েছে।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক তবিবর রহমান অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে জানান, 'ছাত্রীটির অভিযোগ পেয়ে তিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। শিক্ষা কর্মকর্তা তাকে শিক্ষককে ১২ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্কুলটির সভাপতি আমিনুর রহমানও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

চৌগাছা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর বলেন, 'আমি ঢাকায় আসার পথে বৃহস্পতিবার সকালে প্রধান শিক্ষক ও স্কুলের সভাপতি যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'